ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

ইউনিট 11

ভূমিকা

যদিও ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন তবুও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মেনে চলতে হয়। সমাজ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও পালন করতে হয়। ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকলে বাজার নকল ও ভেজাল পণ্যে সয়লাব হয়ে যেতে পারে। অধিক লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা অনেক নিম্নমানের ভেজাল পণ্য উৎপাদন করবে। আর ভোক্তাগণ সেগুলি ভোগ করে বিভিন্ন অসুখ বিসুখে ভুগবে। এর প্রেক্ষিতে বলা যায় সামাজিক জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব স্থান থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তবে আমাদের এই সমাজ হবে উন্নত থেকে উন্নততর।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-১১.২ : ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-১১.৩ : বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়-দায়িত্ব
পাঠ-১১.৪ : ব্যবসায়ের কারণে পরিবেশ দুষণ ও এর প্রভাব
পাঠ-১১.৫ : পরিবেশ দুষণরোধে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম।

পাঠ-১১.১ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সততা, সামাজিক দায়িত্ব, দৃষ্টিভংগি

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ধারণা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রে

বসবাসকারী মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব ও চিন্তা চেতনার দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশ হচ্ছে মূল্যবোধ। অর্থাৎ যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাই মূল্যবোধ। মূল্যবোধ সবসময় ইতিবাচক হয়। যেমন- পিতামাতা ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা ও সালাম দেয়া আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ। আবার সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি আমাদের ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। আর নৈতিকতা হচ্ছে ভাল-মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মঙ্গলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়। অন্যায় থেকে ন্যায়, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিরুপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন এবং দেশের জনগনের জন্য নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ একান্ত আবশ্যক।

নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে জড়িত। আমরা জানি একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠদান করা। কিন্তু পাঠদানই শেষ নয়। তাকে দেখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠদান বুঝতে পারছে কিনা। পড়াশুনায় মনোযোগী না অমনোযোগী, বাড়ির কাজ ঠিকমতো করছে কিনা তা দেখা এবং ভুল সংশোধন করে দেয়া প্রভৃতি কাজগুলো শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শিক্ষকের ন্যায় ছাত্র-ছাত্রীদেরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যেমন: যথাসময়ে স্কুলে যাওয়া, বাড়ির কাজ করা এবং শিক্ষকের আদেশ নির্দেশ মেনে চলা ইত্যাদি। নৈতিকতা মানুষের ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিকটিকে গ্রহণ করাকে বুঝায়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন নৈতিকতার অংশ।

ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে জনগণের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা মিটানোর জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ও চলমান থাকে। একজন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা জনগণের চাহিদা মোতাবেক পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করে। উৎপাদন খরচের সাথে মুনাফা যোগ করে বা অন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সাথে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানই মুনাফা। অতিরিক্ত লাভের আশায় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশি দাম ধার্য করলে তা হবে নৈতিকতার পরিপন্থি। ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নৈতিকতা রয়েছে। যেমন পণ্যের দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তার লাভ হয় এবং মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। ব্যবসায়ী এমন পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করবে না যা জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অতএব বলা যায় ব্যবসায়ে নৈতিকতা হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে ক্রেতাসাধারণকে না ঠকিয়ে নিজের লাভ ও ক্রেতাকে প্রদত্ত সেবা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জনগণ এবং ব্যবসায় উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যবসায় পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাগুলো হলো-

- ব্যবসায়কে একটি মহৎ পেশা হিসাবে গ্রহণ করা
- সততা বজায় রাখা
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন না করা
- সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অমংগলজনক ও অবৈধ ব্যবসায় না করা
- গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা না করা
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করা
- কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা
- যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করা
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্প আইন মেনে চলা
- পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করা
- জনকল্যাণে অবদান রাখা
- শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন যথাসময়ে দেওয়া

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব

অধিক মুনাফা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অসম প্রতিযোগিতা, রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন, বা অন্য কোন কারণেই হোক ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক নেতিবাচক খবর ও চিত্র চোখে পড়ে। মরা মুরগী কেনা-বেচা, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য তৈরি বা বিক্রয়, ওজনে কম, ফরমালিনযুক্ত মাছ ও ফলমূল, পণ্য দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য দান, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার, ঔষধে ভেজাল, চলাচলের অযোগ্য যানবাহনের রাস্তায় অবাধ চলাচল, এমন অসংখ্য ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যকলাপের উদাহরণ দেয়া যায়। এসব অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। ভেজাল ঔষধ খেয়ে অনেক শিশু মারা গেছে এবং অনেক শিশু অসুস্থ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ নানা রকম ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এসব অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ না করা গেলে রোগাক্রান্ত মানুষদের একটি অসুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। যার ফল হবে ভয়ানক। নিম্নোক্ত কারণে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম:

১. সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষ। ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে আয় একটি বৈধ ও সম্মানজনক কর্ম। অনৈতিক কার্যকলাপ ও অনৈতিক আচরণ মানুষের কাছ থেকে কাম্য নয়।

২. বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতাবোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে।

৩. ঔষধপত্রে ভেজালের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। ঔষধ প্রস্তুতকারকদের নৈতিক আচরণই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

৪. অনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে ব্যবসায়ে আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর পরিণাম কখনও ভাল হয় না। অনেক ব্যবসায় প্রথমে ভালো ফলাফল করেও অনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৫. অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যবসায়ীকে সবাই ঘৃণা করে। সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিক আচরণ বা সত্য পথ অবলম্বনের বিকল্প নেই।

৬. ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ভাল-মন্দ, কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলময় নয়। যে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ নেই সে ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার মতে বাংলাদেশে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে কাজ করছে এমন ৫টা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য।
- যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাই মূল্যবোধ।
- নৈতিকতা হচ্ছে ভাল-মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করা।
- অন্যায় থেকে ন্যায়, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিরুপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে।
- নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে জড়িত।
- ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানই মুনাফা।
- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ নেই সে ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

ক. অর্থনৈতিক
খ. সামাজিক
গ. রাজনৈতিক
ঘ. পারিবারিক

২. নিম্নের কোনটি মূল্যবোধ?

ক. মানুষের জ্ঞান, চিন্তাভাবনা ও আচরণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুকরণীয়।
খ. মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যা সমাজ কর্তৃক অনুকরণীয়।
গ. মানুষের জ্ঞান ও আচরণ যা অন্য মানুষ অনুসরণ করে।
ঘ. মানুষের জ্ঞান ও নীতিবোধ যা পথ চলতে সহায়তা করে।

৩. নিম্নের কোনটি নৈতিকতা?

ক. ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করা।
খ. ভাল-মন্দের মূল্যায়ন করা।
গ. ভালকে ভাল বলা, খারাপকে খারাপ বলা।
ঘ. খারাপকে ভাল পথে আনার চেষ্টা করা।

৪. "সততা বজায় রাখা" একটি–

i. ম্যানার্স (Manners)
ii. নৈতিকতা
iii. মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মধ্যস্থকারবারী, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বলতে মুনাফা অর্জনকেই বুঝাত। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে ঘিরেই এর কার্যক্রম। সমাজে বসবাসকারী জনগণের বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য বা সেবার চাহিদা নিরূপণ করে তা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াই ব্যবসায়ের প্রধান কাজ। সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আরও কিছু চাহিদা থাকে যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। তবে ব্যয়বহুল বিধায় জনগণের নাগালের বাইরে এসব কাজ সাধারণত সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কাজ যেমন- হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কাজে এগিয়ে এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সমর্থনের ওপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী সমাজের একজন উৎপাদনশীল এবং সচেতন নাগরিক। যে কোন ব্যবসায়ী একজন সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। সমাজ থেকে তার যেমন কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে ।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব

ব্যবসায়ে সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যবসায়ী সমাজ সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্পর্কে যতবেশি সচেতন হবে সমাজ ততবেশি উন্নত থেকে উন্নততর হবে। কেননা সমাজের অনেক চাহিদা থাকে যেগুলো কোন ব্যক্তি বা পরিবারের দ্বারা করা সম্ভব হয় না। সেগুলি স্থাপন ও পরিচালনা করা সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এত বিশাল কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পালন অনেকসময়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণিরই কিছু না কিছু সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষ যেমন ন্যায্যমূল্যে পণ্য পেয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে তেমনি রাষ্ট্রের উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্যবসায়ীদের কি কি কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়।
- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সমর্থনের ওপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল।
- প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।
- সমাজ থেকে ব্যবসায়ীর যেমন কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায়ীকে দীর্ঘদিন ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন-

i. অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন
ii. পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ
iii. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব আফসার উদ্দিন এলাকার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অবসর গ্রহণের পর পেনশনের অর্ধেক অর্থ দিয়ে তিনি এলাকায় একটি পাঠাগার ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার সন্তান ডা. রায়হান সপ্তাহে দুদিন ঢাকা থেকে নবাবগঞ্জ এসে বিনা পয়সায় রোগী দেখে। এলাকার হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিদিন বিকেলে ৩ ঘণ্টা করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সময় দেন। তিনি নিজে পাঠাগারে সকাল ১০টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত সময় দেন।

২. প্রধান শিক্ষকের গড়া পাঠাগার ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি –

ক. সামাজিক খ. ব্যবসায়িক
গ. জনহিতকর ঘ. আর্থিক

৩. প্রধান শিক্ষকের কর্মকাণ্ডটি নিম্নের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সামাজিক দায়িত্ব পালন খ. ব্যক্তিগত সম্মান অর্জনের অভিপ্রায়
গ. সামাজিক আইনের বাধ্যবাধকতা ঘ. রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা

পাঠ-১১.৩ বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়-দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়-দায়িত্বের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মংগা, খরা, সাইক্লোন, কমিশন এজেন্ট

প্রাথমিক অবস্থায় নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবসায়ের উৎপত্তি হলেও এক সময় মুনাফা অর্জনকে ব্যবসায়ের প্রধান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায় শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয়, এটি সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও গুরুত্বপুর্ণ অংশ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা অর্জনের কথা চিন্তা করলেই হয় না, মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয়। এসকল দায়িত্বগুলোকে সামাজিক দায়-দায়িত্ব বলে। যাদের উপর দায়িত্ব পালন করতে হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঐসব পক্ষ যারা কোন না কোনভাবে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সামাজিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্র

- রাষ্ট্র
- সমাজ
- ক্রেতা
- মধ্যস্থকারবারী
- শ্রমিক-কর্মচারী

১. রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা

জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় পরিচালিত হোক এটাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ব্যবসায় স্থাপন ও অগ্রগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের চাহিদা মেটানো হলে অর্থাৎ পণ্য বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করা হলে সরকার খুশি। ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. রাষ্ট্র স্বীকৃত ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করা
খ. সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা।
গ. সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা।
ঘ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
ঙ. রাষ্ট্রীয় সম্পদের (তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ) অপচয় না করা।

২. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাই ব্যবসায়কে সমাজের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. সমাজের প্রয়োজন মাফিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
খ. স্থানীয় জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
গ. বিভিন্ন জনহিতকর কাজ যেমন- রাস্তাঘাট মেরামত, নলকূপ স্থাপন ইত্যাদিতে সহায়তা করা।
ঘ. জাতীয় দুর্যোগ যেমন- বন্যা, সাইক্লোন, খরা, মংগা এর সময়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানো।
ঙ. পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা।

চ. পণ্যের মজুতদারি না করা।

৩. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা

ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা।
খ. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা।
গ. পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা।
ঘ. পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।
ঙ. মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় না করা।
চ. দুস্পাপ্য পণ্য বা সেবা যেমন- ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রী ক্রেতাদের চাহিদামত সরবরাহ করা।

৪. শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রতি দায়বদ্ধতা

শ্রমিক ও কর্মচারিদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত হয়। তাই তাদের স্বার্থকে অবহেলা করে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় না। ব্যবসায় উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা দান।
খ. চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা।
গ. কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
ঘ. প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
ঙ. বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
চ. শ্রমিক কর্মচারীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা
ছ. শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যবসায়ের অংশ মনে করা

৫. মধ্যস্থকারবারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

ব্যবসায়ের সাথে অনেক মধ্যস্থকারবারি জড়িত থাকে। বণিক মধ্যস্থকারবারী হিসাবে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি মধ্যস্থকারবারি হিসেবে বিক্রয় প্রতিনিধি ও কমিশন এজেন্ট এবং কার্যভিত্তিক মধ্যস্থকারবারি হিসেবে ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এই সকল মধ্যস্থকারবারির সাথে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তি যথাযথভাবে সম্পাদন করা।
- সম্পাদিত চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চলা
- গোপনীয়তা রক্ষা করা
- যথাসময়ে ও যথাযথ উপায়ে পাওনা পরিশোধ করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্যবসায়ে রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ভিন্নতার কারণ কি?

সারসংক্ষেপ

- বর্তমানে এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায় শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয়, এটি সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও গুরুত্বপুর্ণ অংশ।
- বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা অর্জনের কথা চিন্তা করলেই হয় না, মুনাফা

অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয়। এসকল দায়িত্বগুলোকে সামাজিক দায়-দায়িত্ব বলে।

- সামাজিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্র হচ্ছে রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা, মধ্যস্থকারবারী ও শ্রমিক-কর্মচারী
- সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের (তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের অংশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিম্নের কোন্‌টি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অর্ন্তভূক্ত?
ক. গ্যাসের অপচয় না করা
খ. গরীব ও মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান
গ. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা
ঘ. চাকুরির নিরাপত্তা বিধান করা

২. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা নিম্নের কোন্‌টির প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ?
ক. ক্রেতা ও ভোক্তা
খ. সমাজ
গ. রাষ্ট্র
ঘ. শ্রমিক কর্মচারী

৩. 'বিদ্যুতের অপচয় না করা' নিম্নের কোনটির প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ?
ক. সমাজ
খ. রাষ্ট্র
গ. মালিক
ঘ. ভোক্তা

৪. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিম্নের কোনটি?
ক. বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করা
খ. মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় না করা
গ. বিদ্যুতের অপচয় না করা
ঘ. বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
উচ্চ শিক্ষিত মারিয়াম মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি চেইন শপ দেন। ঢাকায় পাচঁটি শাখার মাধ্যমে তিনি ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। প্রতিবছর ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের সাথে চেইন শপের ভ্যাট প্রদানের কপিও সংযুক্ত করে দেন। গত মাসে পটুয়াখালীর সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্তদের এক লক্ষ টাকা প্রদান করার পাশাপাশি গরীব শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এ বছর মারিয়াম নারী উদোক্তা হিসাবে একটি পুরস্কার লাভ করেন।

৫ . জনাব মারিয়ামের চেইন শপের ভ্যাট প্রদান কোন ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালনের আওতাভুক্ত?
ক. ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা
খ. মধ্যস্থ কারবারীর প্রতি দায়বদ্ধতা
গ. শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা
ঘ. রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা

৬. জনাব মারিয়ামের নারী উদোক্তা হিসাবে পুরষ্কার লাভের কারণ-
i. নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ii. সামাজিক দায়িত্ব পালন
iii. গুণগত মানসম্মত পণ্য ন্যায্যমূল্যে প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ ব্যবসায়ের কারণে পরিবেশ দূষণ ও এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পরিবেশ দূষণ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের কারণে পরিবেশ দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মংগা, খরা, শিল্প বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ দূষণ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ দূষণ একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন-পানি, বায়ু, শব্দ বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। ব্যবসায় বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ। শিল্প বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ নদী নালায় বয়ে পানি দূষিত করছে। বিষাক্ত পানি মাছসহ জলজ প্রাণীর বাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পানি দুষণের কারণে মানুষ আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরাসহ বিভিন্ন রকম চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ ও যানবাহনের ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সার, হার্টের সমস্যা, লিভার ও কিডনির সমস্যা ও মাথাব্যাথাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। কারখানার মেশিন ও জেনারেটরের বিকট আওয়াজে ভয়াবহ শব্দ দূষণ হচ্ছে। এছাড়া শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খাল বিল ভরাট করে আবাসন তৈরি, নদীভাঙ্গন, নির্বিচারে অনুপযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চালানো, বহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি তো হচ্ছেই তদুপরি জীব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

চিত্র: শিল্প কারখনার বর্জ্য থেকে নদী দুষণ

দূষণের প্রভাবমুক্ত হতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। পরিবেশ দূষণের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে জনগণের অসচেতনতা, যেখানে সেখানে ময়লা নিক্ষেপ ও ত্রুটিপুর্ণ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী।

পরিবেশন দূষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ, পাঠ্যসূচীতে পরিবেশ দূষণ কোর্স অর্ন্তভুক্তি একান্ত আবশ্যক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্যবসায়ের মাধ্যমে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের কারণ ও পরিবেশের উপর প্রভাব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন-পানি, বায়ু, শব্দ বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে।
- ব্যবসায় বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ঢাকা শহরের তাপমাত্রা যেমন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এইসব শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র প্রতিনিয়ত সিএফসি গ্যাস নিঃসরণ করছে। আর এতে মানুষ দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানাবিধ জঠিলরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রাষ্ট্র এবং জনগণ উভয়ই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য কোন না কোনভাবে দায়ী।

১. উদ্দীপকে উল্লেখিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের দ্বারা নিম্নের কোনটি বেশী মাত্রায় দূষিত হচ্ছে?

ক. শব্দ খ. বায়ু

গ. পানি ঘ. ভূমি

২. উপরের উল্লেখিত দূষণের জন্য দায়ী-

i. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সচেতন না করা

ii. জনগণের অসচেতনতা

iii. আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১১.৫ পরিবেশ দূষণরোধে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পরিবেশ দূষণরোধে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	স্বল্পতা, প্লান্ট, বর্জ্য, আকাঙ্ক্ষা, সিডিএমপি (CDMP- Comprehensive Disaster Management Program)

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে আমাদের দেশের নাগরিকদের যেমন রয়েছে শিক্ষার স্বল্পতা, তদ্রুপ রয়েছে এ সংক্রান্ত যথাযথ আইনের অভাব। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন বিদ্যমান থাকলেও এর প্রয়োগের অভাবের কারণেও পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। ব্যক্তি বা সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে হলেও অতি দ্রুত বড়লোক হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিবেশ দূষণের জন্য কম দায়ী নয়। কেননা অনেক শিল্পমালিকই শিল্পের বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্লান্ট না বসিয়ে সেগুলি নদ নদীতে ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। শুধু পানি দূষণ নয় এর সাথে সাথে শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর জন্য আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র সমানভাবে দায়ী।

পরিবেশ দূষণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবার জন্যই ক্ষতিকর। পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে । নিম্নে তা আলোচনা করা হল:

১. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন পরিবেশ দূষণরোধে ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সচেনতামূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিবেশ সমুন্নত রাখার জন্য বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানি প্রতিবছর কয়েক লক্ষ গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দূষণরোধে বিভিন্ন শ্লোগান সারা বছর বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করে থাকে। বিজেএমইএ, বিকেএমইএ তাদের সদস্যদের গার্মেন্টস শিল্পে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে।

২. **আইনের যথাযথ প্রয়োগ:** বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ঘন ঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে জরিমানাসহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

৩. **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নীতকরণ:** বর্তমানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ব্যতীত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যেতে পারে না। পরিবেশ মন্ত্রণালয় সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট স্থাপনসহ সার্বিক রিপোর্ট প্রদান করলে পরেই কার্য আরম্ভের ছাড়পত্র দেয়া হয়।

৪. **পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ দূষণ কোর্স হিসাবে অন্তভুর্ক্তি:** বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সিডিএমপি এর প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আমাদের দেশে পরিবেশ দুষণের জন্য দায়ী ৩টি কারণ উল্লেখ করুন। • •

সারসংক্ষেপ

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন বিদ্যমান থাকলেও এর প্রয়োগের অভাবের কারণেও পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে।
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ, বিভিন্ন শ্লোগান সারা বছর বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ দূষণ কোর্স হিসাবে অন্তভুর্ক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নীতকরণ, আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণরোধ করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ছয় জন বন্ধু মিলে 'ফ্রেন্ডস এম্পোরিয়াম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। দলের সর্বকনিষ্ট সদস্য সার্বক্ষণিক দোকানে বসে দোকান পরিচালনা করেন। অন্য সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা থেকে পণ্য সরবরাহ যেমন করেন, তেমনি বিভিন্ন এলাকায় বিপণনের কাজও করেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর লাভ করতে থাকায় তারা এলাকায় মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর এক লাখ টাকা শিক্ষা বৃত্তি ঘোষণা করেন। দোকানটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সর্বকনিষ্ঠ সদস্য যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সবার নিকট একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলেন।

১. সর্বকনিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক হিসাব সংরক্ষণ করা একটি –

ক. নৈতিকতা খ. মূল্যবোধ
গ. সৌজন্যতা (ম্যানার্স) ঘ. রুটিন ওয়ার্ক

২. এক লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা করা নিম্নের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সামাজিক দায়বদ্ধতা খ. রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলী অনুসরণ
গ. ক্রেতা বৃদ্ধির একটি কৌশল ঘ. বিজ্ঞাপনের বহি:প্রকাশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সম্প্রতি অত্যধিক বৃষ্টিপাতে পিঁয়াজের ফলন কম হওয়াতে বাজারে পিঁয়াজের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সুযোগে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী বেশি পরিমাণে পিঁয়াজ কিনে নিজেদের সংরক্ষণে রেখে দেয়। এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এতে পিঁয়াজের দর দ্রুত করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন সরকার রাষ্ট্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পিঁয়াজ বিক্রি শুরু করে এবং মূল্য বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরে।

৩। পিঁয়াজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি?

ক. পিঁয়াজের ফলন কম হওয়া খ. পিঁয়াজের আমদানি কম হওয়া
গ. মধ্যস্থ কারবারিদের দৌরাত্ম্য ঘ. দীর্ঘ বন্টন প্রণালীর ব্যবহার

৪। সরকারের ন্যায্য মূল্যে পিঁয়াজ বিক্রির মাধ্যমে–

i. ভোক্তাদের জীবন যাত্রার মান স্থিতিশীল থাকে
ii. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন ত্বরান্বিত হয়
iii. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাগিদ বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জনাব আলী গাজীপুরের গজারি বন এলাকায় গাছপালা কেটে ৫০০ একর জমির উপর 'নাঈম ফার্মা' নামে ঔষধ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে পরিবেশবাদী বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন পদে ২০০০ লোক কর্মরত রয়েছে।

ক. কল-কারখানায় নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশের কী দূষণ করে?
খ. ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে কী বুঝায়-ব্যাখ্যা করুন।
গ. "নাঈম ফার্মা" প্রতিষ্ঠানটি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কীভাবে সহায়তা করছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. কারখানা স্থাপনের জন্য জনাব আলীর প্রথম সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

জনাব লুৎফুর রহমান মেঘনা নদীর তীরে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের শর্ত অনুযায়ী বর্জ্য শোধনাগার না করে ফ্যাক্টরীর সমস্ত বর্জ্য পাশের ডোবায় ও নর্দমায় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন। এতে তার প্রচুর লাভ হতে লাগলো। কিন্তু ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের অনেকেই মাঝে মাঝে অসুস্থ থাকত। একদিন তার সন্তানের শ্বাসকষ্ট হলে তিনি অনেক টাকা ব্যয়ে বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী বছরে তিনি দেখলেন যে, তার লাভের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে।

ক. ফলমূল পাকাতে কোন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়?
খ. ব্যবসায়ে সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. জনাব রহমানের ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের অসুস্থ হবার কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. জনাব রহমানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১	:	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২	:	১. গ	২. গ	৩. ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩	:	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ	৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪	:	১. খ	২. গ	৩. খ	৪. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৫	:	১. ক	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. খ